`

Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ ও**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

রবিবার the ৩১ day of জুলাই **, ২০২২**

অর্পিত সম্পত্তি প্রর্ত্যপন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৫৫৪৯/২০১২, ২০৩৭/২০১৩ ও ২০৩৮/২০১৩

১. উজ্জল চৌধুরীর মৃত্যুতে তৎ ওয়ারীশ গং ও অন্য একজন

২. মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন

৩. আলহাজ্ব সৈয়দ মাহবুবুল আলম (ভান্ডারী) Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে

জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ০৭/০৭/২০১৬ খ্রিঃ; ২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ; ০৪/০৩/২০১৮ খ্রিঃ ; ২৬/০৫/২০১৯ খ্রিঃ; ১৭/০৯/২০১৯ খ্রিঃ; ১৪/১১/২০১৯ খ্রিঃ, ২১/১১/২০২১ খ্রিঃ; ও ০৭/০৪/২০২২ খ্রিঃ; ।

In presence of

১. জনাব সুজিত বিকাশ দত্ত

২. জনাব বলরাম কান্তি দাশ------------Advocate for Plaintiff/ petitioner

১. জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন, বিজ্ঞ ভি.পি কৌসুলি (জি.পি)

-------------- Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ২০৩৭/২০১৩ ও ২০৩৮/২০১৩ নং মামলার বিগত ০৪/১০/২০১৬ ইং তারিখের আদেশ মতে সিদ্ধান্ত হয় যে উক্ত মামলা দুইটি অত্রাদালতের অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৫৫৪৯/২০১২ নম্বর মামলার সঙ্গে Analogous Trial হবে।

ইহা তিনটি অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত মামলার এনালোগাস রায় ।

<u>ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ৫৫৪৯/২০১২ এর দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,</u>

চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানাধীন **সাতবাড়ীয়া** মৌজার ‘ক’ তফসিল সংক্রান্ত অর্পিত সম্পত্তির গেজেট তালিকায় ৫৩৪ ও ৫১৭ নং ক্রমিকে প্রকাশিত ১ ও ২ নং তফসিল বর্নিত আর এস ২৪৩৯, ২৭৫, ৩৭৯৬, ৩৩০৭, ৪০৩১ নং খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তির মালিক ছিলেন তিন ভ্রাতা যথা -উপেন্দ্র লাল চৌধুরী, দেবেন্দ্র লাল চৌধুরী ও সাতকড়ী চৌধুরী। তাদের নামে আর এস খতিয়ান শুদ্ধরুপে প্রচার আছে।

উপেন্দ্র লাল চৌধুরী এক পুত্র তরুন কিরণ চৌধুরী ; দেবেন্দ্র লাল চৌধুরী মৃত্যুকালে ০৪ পুত্র যথা সত্যব্রত চৌধুরী, সুদর্শণ চৌধুরী শতদল চৌধুরী ও সুব্রত চৌধুরী এবং সাতকড়ি চৌধুরী ০২ পুত্র যথা আনন্দ মোহন চৌধুরী ও সুনন্দ চৌধুরী কে ওয়ারীশ রেখে মৃত্যুবরণ করেন। দেবেন্দ্র লাল ও সাতকড়ি চৌধুরীর ওয়ারীশগণ ভারতবাসী হলে উপেন্দ্র লাল চৌধুরীর একমাত্র পুত্র বাংলাদেশে বসবাসকারী তরুন কিরন চৌধুরী সমুদয় মৌরশী সম্পত্তির মালিক হন। পরবর্তীতে ভি.পি কেইস নং ২১৭/১৯৮১-১৯৮২ মূলে উক্ত সম্পত্তির ইজারা গ্রহন করেন। ১৯৮৪ সনে তরুন কিরন চৌধুরী মৃত্যুবরণ করলে প্রার্থীক উজ্জল চৌধুরী লীজ নবায়নক্রমে উক্ত সম্পত্তি ভোগদখল করতে থাকেন। প্রার্থীকগণ তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে মূল মালিকের ওয়ারীশসূত্রে শরীকদার ও লীজমূলে ভোগদখলকার বিধায় তফসিলোক্ত সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার অধিকারী।

<u>ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ২০৩৭/২০১৩ এর দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,</u>

তফসিলোক্ত সম্পত্তির আর এস রেকর্ডীয় মূল মালিক ছিলেন তিন ভ্রাতা যথা উপেন্দ্র লাল চৌধুরী, দেবেন্দ্র লাল চৌধুরী ও সাতকড়ী চৌধুরী। দেবেন্দ্র লাল চৌধুরী মরনে দুই পুত্র যথা সত্যব্রত চৌধুরী ও সুব্রত চৌধুরী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। আর এস ২৪৩৯ নং খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তির মালিক ছিল হরকিশোর চৌধুরী। হরকিশোর মরনে পুত্র সুবোধ চন্দ্র চৌধুরী ও সুবোধ চন্দ্র মরনে পুত্র পূর্নদশী ও ধর্মদশী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। ধর্মদশী তৎস্বত্ব ১৯/০৫/৮৫ ইং তারিখে রাহুল চৌধুরী বরাবর হস্তান্তর করেন। পূর্ণদর্শী মরনে তৎ স্বত্ব পুত্র রাহুল চৌধুরী ও কন্যা সুলক চৌধুরী মালিক হয়ে বিগত ০৮/০৩/১৯৯০ ইং তারিখে ৭৮১ নং কবলা মুলে প্রার্থীক বরাবর বিক্রি করেন। রাহুল চৌধুরী তৎ বাকি স্বত্ব ৩১/০৩/১৯৮৮ ইং তারিখে৭৫৩ নং কবলামুলে প্রার্থীক বরাবর বিক্রয় করেন। পূর্নদর্শী ও ধর্মদর্শীর নামে বি এস জরিপ চুড়ান্ত প্রচার আছে।

আর এস রেকর্ডী দেবেন্দ্র লাল চৌধুরীর পুত্রদ্বয় ভারতবাসী হলে তাদের সম্পত্তি অর্পিত হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়। তাদের বোন শাকিময়ী বড়ুয়া ভি.পি ১৫৪/৭৮-৭৯ নং মামলা মুলে তফসিলোক্ত মোট ৪২.৫০ শতক

সম্পত্তি লিজ গ্রহন করেন। উক্ত শাকিময়ী বড়ুয়া বিগত ২২/০৩/১৯৮০ ইং তারিখের চুক্তিনামা মূলে প্রার্থীক বরাবর উক্ত সম্পত্তি দখল হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে শাকিময়ী চৌধুরী নিয়মিত ইজারা ফি দিতে ব্যর্থ হলে প্রার্থীক উক্ত ৪২.৫০ শতক ভূমির বন্দোবস্তো গ্রহন করেন। প্রার্থীকের লিজকৃত স্বত্ব দখলীয় সম্পত্তি সুকুমার বড়ুয়া নামক ব্যাক্তি কে ভারতবাসী দেখিয়ে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। বাস্তবে সুকুমার বড়ুয়া নামে কোন ব্যাক্তির অস্তিত্ব ঐ এলাকায় নেই। তফসিলোক্ত সম্পত্তির মূল মালিক দেবেন্দ্র চৌধুরীর কোন ওয়ারীশ বর্তমানে বাংলাদেশে নাই। প্রার্থীক বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা এবং লীজমূলে তফসিলোক্ত সম্পত্তির ভোগদখলকার বিধায় প্রার্থীক তফসিলোক্ত সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার অধিকারী।

ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ৫৫৪৯/১২ নং মামলার প্রার্থীক উজ্জল চৌধুরী বিরোধীয় বি এস ২১২৪ নং খতিয়ানের সম্পত্তি বিভিন্ন তারিখে ১৫০৬/২০০১, ৯৮২/২০১৪, ২৪৬/২০০৩, ৭১১১/২০০৩, ১৭২১/২০১২ নং কবলামুলে হস্তান্তরপূর্বক নিঃস্বত্ববান হয়েছেন। প্রার্থীক বিরোধীয় ও অবিরোধীয় দাগে ১০ শতক ভূমি বিগত ১৩/১২/১৯৭৬ খ্রিঃ তারিখে ৩৭৮৫ নং কবলামুলে খরিদপূর্বক স্বত্ব দখল প্রাপ্ত হন।

ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ২০৩৮/২০১৩ এর দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

তফসিলোক্ত সম্পত্তির মূল আর এস রেকর্ডীয় মালিক ছিলেন উপেন্দ্র লাল, দেবেন্দ্র লাল ও সাতকড়ি চৌধুরী। উক্ত সাতকড়ী চৌধুরী মরনে তিনপুত্র আনন্দ মোহন চৌধুরী, সুনন্দ মোহন চৌধুরী ও সুহাসিনী চৌধুরী ওয়ারীশ হয়। উক্ত তিন ভ্রাতা ভারতবাসী হলে তাদের সম্পত্তি অর্পিত শ্রেনীভুক্ত হয়। দেবেন্দ্র লালের পুত্র তরুন কিরণ চৌধুরী ভি.পি ২১৭/৮১-৮২ কেস মূলে তফসিলোক্ত সম্পত্তির ইজারা গ্রহন করেন। তরুন কিরন চৌধুরীর মৃত্যুতে তৎপুত্র উজ্জল চৌধুরী বন্দোবস্তো প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে উজ্জল চৌধুরী লিজের শর্ত ভঙ্গ করায় তার বন্দোবস্তো বাতিল হয় এবং ১/২ নং প্রার্থীক ভি.পি ২১৭/৮১-৮২ মূলে ১.০৫ একর ভূমি বন্দোবস্তো প্রাপ্ত হন। তৎপর থেকে প্রার্থীকগণ তফসিলোক্ত ভূমি ভোগদখল করে আসছেন।

ট্রাইবুন্যাল মামলা নং-৫৫৪৯ নং মামলার প্রার্থীক উজ্জল চৌধুরী বিরোধীয় দাগাদির তৎ স্বত্বাংশীয় ভূমি ০২/০৪/২০০৩ ইং তারিখের ৭১২/৭১৩ এবং ০৮/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ১৯৭৯ নং কবলা এবং ২৪/০৭/২০১৪ ইং তারিখের ২১৩৩ নং কবলামুলে অন্যত্র হস্তান্তর করেছেন। তফসিলোক্ত সম্পত্তি প্রার্থীকদ্বয় খরিদসূত্রে বন্দোবস্তোমূলে ভোগদখলে থাকায় উহা অবমুক্তি পাবার অধিকারী।

তিনটি মামলায় ১-৪ নং প্রতিপক্ষ/সরকার বিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য নিন্মরুপ-

নালিশী ভূমির আর.এস রেকর্ডি মালিক ও তার ওয়ারীশগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধকালে দেশ ত্যাগ করে ভারতবাসী হয় ও এদেশে ফিরে না আসায় তা অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়। তপসিলোক্ত ভূমি চন্দনাইশ থানার ক তালিকার গেজেটের ৫৩৪ নং ক্রমিকে অন্তর্ভূক্ত হয়। সরকার ভিপি মামলা নং ২১৭/৮১-৮২ এবং ১৫৪/৭৮-৭৯ মূলে তফসিলোক্ত ভূমি সৈয়দ মাহাদুল আলম ভান্ডারী কে একসনা লীজ প্রদান

করে। ইজারাদার নালিশী ভুমিতে সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীদের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই এবং প্রার্থীগণ নালিশী ভূমি অবমুক্তির প্রতিকার পেতে পারে না।

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিস্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষয় বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

<u>বিচার্য বিষয় ঃ **(ট্রাইবুন্যাল মামলা নং-৫৫৪৯/২০১২)**</u>

১। প্রার্থীকগণ তাহাদের প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা ?

<u>বিচার্য বিষয় ঃ **(ট্রাইবুন্যাল মামলা নং-২০৩৭/২০১৩)**</u>

১। প্রার্থীক তাহার প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা ?

<u>বিচার্য বিষয় ঃ **(ট্রাইবুন্যাল মামলা নং-২০৩৮/২০১২)**</u>

১। প্রার্থীকগণ তাহাদের প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা ?

<u>সাক্ষ্য উপস্থাপন (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ৫৫৪৯/২০১২)</u>

প্রার্থীপক্ষ তাহার মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **খোরশেদ আলম (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন। Pt.W.1 কর্তৃক দাখিলী নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর এস **২৪৩৯, ২৭৫, ৩৭৯৬, ৩৩০৭, ২৫৩৮, ৪৩৩০, ২৫২০** নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী -১ সিরিজ
২। বি এস ১৯৮, ২১২৬, ২৫৯৫, ৩৫৫৯, ২৭১, ৪০০৩, ২১২৪, ০১, ৩৬৯৩, ২৫৯৯ও ৩৯০৬ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী ২ সিরিজ
৩। লীজ এগ্রিমেন্ট মূল কপি	প্রদর্শনী ৩
৪। ওয়ারিশান সনদপত্র ০২ কপি	প্রদর্শনী-৪ সিরিজ
৫। আম-মোক্তারনামার মূল কপি	প্রদর্শনী-৫
৬। গেজেটের কপি	প্রদর্শনী-৬
৭। জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ০৪ ফর্দ	প্রদর্শনী-৭ সিরিজ
৮। আম-মোক্তারনামা	প্রদর্শনী- ৮

<u>সাক্ষ্য উপস্থাপন ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ২০৩৭/২০১৩)</u>

প্রার্থীপক্ষ তাহার মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **মোঃ সাহাবুদ্দিন (Pt.W.1),** কে উপস্থাপন করেন। **Pt.W.1** কর্তৃক দাখিলী নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর এস **২৫২০, ২৪৩৯, ২৫৩৮ নং** খতিয়ানের সিসি এবং বি এস ২৫৯৯, ২১২৪ ও ১ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী -১ সিরিজ
২। ভি.পি ১৫৪/৭৮-৭৯ মামলার আদেশের সি.সি	প্রদর্শনী ২ সিরিজ
৩। ২২/০৩/১৯৮০ ইং তারিখের চুক্তিপত্র	প্রদর্শনী ৩
৪। ১৯/০৫/১৯৮৫ ইং তারিখের ১৩৮২ নং দানপত্রের সি.সি	প্রদর্শনী-৪
৫। ০৮/০৩/১৯৯০ ইং তারিখের ৭৮১ নং মূল দলিল	প্রদর্শনী-৫
৬। ৩১/০৩/১৯৮৮ ইং তারিখের ৭৫৩ নং দলিল	প্রদর্শনী-৬
৭। প্রত্যয়নপত্র ০৩ ফর্দ	প্রদর্শনী-৭
৮। জাতীয় পরিচয়পত্র ০১ ফর্দ ও গেজেটের কপি	প্রদর্শনী-৮ সিরিজ
৯। ১৫০৬, ৯৮২, ২৪৬, ৭১১, ১৭২১, ৩৭৮৫ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী-৯ সিরিজ

সাক্ষ্য উপস্থাপন ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ২০৩৮/২০১৩)

প্রার্থীপক্ষ তাহার মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **মোঃ সাহাবুদ্দিন (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন। **Pt.W.1** কর্তৃক দাখিলী নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর এস ২৪৩৯, ২৭৫, ৩৭৯৬ নং খতিয়ান ও বি এস ৩৫৩৬, ২১২৬, ১৯৮, ২৩১ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী -১ সিরিজ
২। ডি. সি আর ০৫ ফর্দ	প্রদর্শনী ২ সিরিজ
৩। ভি.পি ২১৭/৮১-৮২ মামলার আদেশের কপি	প্রদর্শনী ৩
৪। চুক্তিনামা ০১ ফর্দ	প্রদর্শনী-৪
৫। ২৭/১০/১৯৪২ ইং তারিখের ৪৮৭৪ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী-৫
৬। ৩০/০৯/১৯৭৬ ইং তারিখের ৩০০৫ নং কবলার মূল কপি	প্রদর্শনী-৬
৭। ০১/০২/১৯৭৫ ইং তারিখের ৩৬৫৫ নং মূল কবলা	প্রদর্শনী-৭
৮। ২০/০৫/২০০৩ ইং তারিখের ১১২৮ নং মূল দলিল	প্রদর্শনী-৮
৯। নামজারি খতিয়ান ননং ৪৩৫২ এর মূল	প্রদর্শনী-৯
১০। প্রত্যয়নপত্র ও জাতীয়তা সনদপত্র	প্রদর্শনী-১০
১১। জাতীয় পরিচয়পত্র ফটোকপি ০২ ফর্দ	প্রদর্শনী-১১ সিরিজ
১২। গেজেটের ফটোকপি	প্রদর্শনী-১২
১৩। ০২/০৪/২০০৩ ইং তারিখের ৭১২/৭১৩ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী- ১৩

১৪। ০৮/০৭/২০১৪ ইং তারিখের ১৯৭৯ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী-১৪
১৫। ২৪/০৭/২০১৪ ইং তারিখের ২১৩৩ নং দলিলের জাবেদা	প্রদর্শনী-১৫

অন্যদিকে, সরকার প্রতিপক্ষ ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা কামরুল ইসলাম (Op.W.1) কে পরীক্ষা করেছেন এবং যে দালিলিক প্রমান দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী-ক ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ৫৫৪৯/২০১২)

প্রার্থীপক্ষ তৎ মামলা প্রমানার্থে খোরশেদ আলম কে Pt.W.1 হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। Pt.W.1 এর জবানবন্দি মতে, তিনি ১(ক), ১(খ) ও ২ নং প্রার্থীকের নিযুক্তীয় আম-মোক্তার। নালিশী সম্পত্তির আর এস মালিক ছিলেন উপেন্দ্র নাথ চৌধুরী, দেবেন্দ্র নাথা চৌধুরী ও সাতকড়ী চৌধুরী। উপেন্দ্র লাল চৌধুরীর মৃতুতে তরুন কিরণ চৌধুরী ; দেবেন্দ্র লাল চৌধুরী মরনে ০৪ পুত্র সত্যব্রত চৌধুরী, সুদর্শণ চৌধুরী, শতদল চৌধুরী ও সুব্রত চৌধুরী এবং সাতকড়ী চৌধুরী মরনে আনন্দ মোহন চৌধুরী ও সুদর্শন চৌধুরী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। সত্যব্রত চৌধুরী গং সকলে ভারতবাসী হলে তাদের সমুদয় সম্পত্তি নিকটবর্তী ওয়ারীশ হিসাবে তরুন কিরণ চৌধুরী প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলে থাকেন। পরবর্তীতে ভারতবাসী সত্যব্রত চৌধুরী গং দের সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত হলে প্রার্থীকের পিতা তরুন কিরণ চৌধুরী তফসিলোক্ত ভি.পি কেস নং ২১৭/১৯৮১-৮২ মূলে ইজারা গ্রহন করেন। পরবর্তীতে তরুন কিরণ চৌধুরীর মৃত্যুতে তৎ ওয়ারীশগণ তফসিলোক্ত ভুমির বন্দোবস্তো গ্রহন করেন। নালিশী সম্পত্তি অর্পিত শ্রেনীভুক্ত হওয়ায় অত্র মামলা আনয়ন করেন। জবানবন্দিতে তিনি আরো বলেন যে, ট্রাইবুন্যাল মামলা নং- ২০৩৭/২০১৩ ও ২০৩৮/২০১৩ মামলার প্রার্থীকগণ নালিশী সম্পত্তিতে শরীকদার নন বিধায় তারা অবমুক্তি পাবার হকদার নন।

<u>জেরাতে তিনি বলেন যে,</u> ক তালিকার গেজেটের কত নম্বর ক্রমিকের সম্পত্তি নিয়ে মামলা তা তিনি জানেন না। তিনি চয়ন চৌধুরী ও নয়ন চৌধুরীর আম-মোক্তার। তারা উজ্জল চৌধুরী হতে পেয়েছে। উজ্জল চৌধুরী কার কাছ থেকে পেয়েছে তা তিনি জানেন না।

কামরুল ইসলাম (Op.W.1) তার জবানবন্দিতে বলেন যে, নালিশী ভুমির আর এস রেকর্ডীয় মূল মালিক ভারতবাসী হলে, উক্ত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির শ্রেনীভুক্ত হয়ে গেজেটের ক তফসিলে অর্ন্তভুক্ত হয়। নালিশী ভুমি ক তালিকার গেজেটের ৫৩৪ নং ক্রমিকের অন্তর্ভুক্ত হয়। সরকার ভি.পি মামলা নং ২১৭/৮১-৮২ ও ১৫৪/৭৮-৭৯ মূলে একসনা ইজারা প্রদান করে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি হয়। প্রার্থী তা কোনভাবেই পাবার হকদার নন।

জেরাতে তিনি বলেন যে, আর এস খতিয়ান কার নামে তিনি তা বলতে পারবেন না। প্রার্থীকের পিতার নাম তরুন কিরন চৌধুরী । আর এস রেকর্ডী উপেন্দ্রের একমাত্র পুত্র তরুন কিরণ চৌধুরী কিনা তিনি তা জানেন না। ভি.পি মামলা মূলে সৈয়দ মাহবুবুল ভান্ডারী ইজারা নিয়েছে। নালিশী ভূমি পুকুর পাড়, নাল ও বসতভিটি। ইজারা গ্রহীতার বসতভিটি আছে। আনন্দ মোহন চৌধুরী গং এর সম্পত্তি ভি.পি হয়।

উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম। প্রার্থীপক্ষ দরখাস্ত বর্নিত ১ ও ২ নং তফসিলে পৃথকভাবে ১.৫৫ একর এবং ১.৯১$\frac{১}{২}$ একর সম্পত্তি অবমুক্তি দাবি করেছেন। প্রার্থীপক্ষ গেজেটে বর্নিত তফসিলে দাগ, খতিয়ান ও জমির পরিমান ভুল লিপিবদ্ধ হয়েছে মর্মে দাবি করেছেন। আলোচনার সুবিধার্থে গেজেটের ৫৩৪ ও ৫১৭ নং ক্রমিকের বর্নিত তফসিলোক্ত সম্পত্তির শুদ্ধ তফসিল (প্রার্থীকের দাবিমতে) নিন্মে দেওয়া হলো।

১ নং তফসিল

মৌজা ঃ সাতবাড়িয়া উপজেলা-চন্দনাইশ জেলা-চট্টগ্রাম ক্রমিক নং-৫৩৪ ভি.পি কেস নং-২১৭/৮১-৮২

আর এস খতিয়ান	আর এস দাগ	বি এস খতিয়ান	বি.এস দাগ	জমির পরিমান	জমির রকম
২৪৩৯	১২৪৩	১৯৮	১৩৬০	.২৬	নাল
২৭৫	১২৪৪	২১২৬	১৩৫৯	.১৭	খাই
২৭৫	১২৪১	২১২৬	১৩৬১	.৭	পুকুর
৩৭৯৬	১০০২	২৫৯৫	১৪২৫	২৩.৫	পুকুর
৩৭৯৬	১২৪৬	২৫৯৫	১৯৬০	.২৫	পুকুর
৩৭৯৬	১২২৩	২৫৯৫	১৯৮৩	.৬	পুকুর
৩৩০৭	৯১৮ ৯১৯ ৯২০ ৯২১	৩৫৫৯ ৩৫৫৮ ১৭০১ ২৩১	১৫৬৪ ১৫৬৬ ১৫৬৭ ১৫৬০	.১০	ঐ
৪৩৩০	১২২৫		১১৯৭	.৯	ঐ
			সর্বমোট জমির পরিমান	১.৫৫ একর	

২ নং তফসিল

মৌজা ঃ সাতবাড়িয়া উপজেলা-চন্দনাইশ জেলা-চট্টগ্রাম ক্রমিক নং-৫১৭ ভি.পি কেস নং-১৫৪/৭৮-৭৯

আর এস খতিয়ান	আর এস দাগ	বি এস খতিয়ান	বি.এস দাগ	জমির পরিমান	জমির রকম
২৪৩৯	৬৯৪	৪০০৩	১২৭৮	.৮১	নাল
২৪৩৯	১২০১	২১২৪	২০০১/২০০২	.২০	নাল
২৫৩৮	১৮২	১	২৯৮	.৭	নাল
২৫৩৮	১৭৬	৩৬৯৩	২৮৮	.১৭	নাল

২৫৩৮	৪০৫৭	৩৬৯৩	৫৮৭৭	.৩০	নাল
২৪৩৯	৭০০	২৫৯৯	৯৭৬	.২৬	নাল
২৫২০	৩৬৩৬	২১২৪ ৩৯০৬	৪৭০২	.১০$\frac{১}{২}$	নাল
সর্বমোট জমির পরিমান				১.৯১$\frac{১}{২}$ একর	

প্রদর্শনী ৬ গেজেট ফটোকপি হতে দেখা যায়, তালিকার ৫৩৪ নং ক্রমিকে ভি.পি কেস নং ২১৭/১৯৮১-৮২ মূলে আনন্দ মোহন চৌধুরী গং দের ১.৫৫ একর সম্পত্তি এবং ৫১৭ নং ক্রমিকে ভি.পি কেস নং ১৫৪/১৯৭৮-৭৯ মূলে সুকুমার বড়ুয়া দের মালিকানাধীন ১.৮৩ একর সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়। প্রার্থীপক্ষ উক্ত ৫১৭ নং ক্রমিকের তফসিলোক্ত জমির পরিমান ১.৮৩ একর লিপি থাকলেও মূলত সঠিক পরিমান ১.৯১$\frac{১}{২}$ একর হবে মর্মে দাবি করেছেন। প্রার্থীপক্ষ উক্ত সম্পত্তির মালিক সুকুমার বড়ুয়ার স্থলে সত্যব্রত চৌধুরী গং হবে মর্মে দাবি করেছেন।

প্রার্থীপক্ষের দরখাস্তবর্নিত ১ ও ২ নং তফসিলোক্ত সম্পত্তির মালিকানা সমর্থনে দাখিলী আর এস ২৪৩৯ নং খতিয়ান (**প্রদর্শনী- ১**) , আর এস ২৭৫ নং খতিয়ান **প্রদর্শনী-১(ক)** , আর এস ৩৭৯৬ নং খতিয়ান **প্রদর্শনী ১(খ)** ও আর এস ৪৩৩০ নং খতিয়ান **প্রদর্শনী-১(ঙ), আর এস ২৫২০ নং খতিয়ান প্রদর্শনী- ১(চ)** পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তিতে অন্যান্য মালিকের সাথে উপেন্দ্র লাল, নগেন্দ্র লাল ও সাতকড়ি মালিক ছিলেন। প্রার্থীপক্ষ **প্রদর্শনী-১(গ)** আর এস ৩৩০৭ নং খতিয়ানও আর এস ২৫৩৮ নং খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তির মালিক উপেন্দ্র গং দাবি করিলেও উক্ত খতিয়ান পর্যালোচনায় তাদের কোন নাম পাওয়া যায়নি।

উভয়পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত যে, আর এস রেকর্ডী উপেন্দ্র লাল চৌধুরী, দেবেন্দ্র লাল চৌধুরী এবং সাতকড়ী চৌধুরী পরস্পর আপন ভ্রাতা হন। উপেন্দ্র লাল চৌধুরীর মরনে এক পুত্র তরুন কিরণ চৌধুরী ; আর এস রেকর্ডী দেবেন্দ্র লাল চৌধুরী মরনে ০৪ পুত্র সত্যব্রত চৌধুরী, সুদর্শণ চৌধুরী, শতদল চৌধুরী ও সুব্রত চৌধুরী এবং আর এস রেকর্ডীৎ সাতকড়ী চৌধুরী মরনে আনন্দ মোহন চৌধুরী ও সুদর্শন চৌধুরী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। প্রার্থীপক্ষ হতে দাখিলী ওয়ারীশ সনদপত্র **প্রদর্শনী-৪** হতে উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। প্রার্থীপক্ষের দাবিমতে, আর এস রেকর্ডীগণের উক্ত ওয়ারীশগণের নামে বি এস খতিয়ান শুদ্ধরূপে প্রকাশ ও প্রচারিত হয়। প্রার্থীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় বি এস খতিয়ান সমূহ যথা বি এস ১৯৮ খতিয়ান **(প্রদর্শনী-২),** বি এস ২১২৬ নং খতিয়ান **প্রদর্শনী-২(ক)**, বি এস ২৫৯৫ নং খতিয়ান **প্রদর্শনী-২(খ)**; বি এস ৪০০৩ নং খতিয়ান **প্রদর্শনী- ২(ঙ)**; বি এস ২১২৪ নং খতিয়ান **প্রদর্শনী-২(চ)**; বি এস -১ নং খতিয়ান **প্রদর্শনী-২(ছ)**; বি এস ৩৬৯৩ নং খতিয়ান **প্রদর্শনী-২(জ)**; বি এস ২৫৯৯ খতিয়ান প্রদর্শনী-২(ঝ) ও বি এস ৩৯০৬ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-২(ঞ) পর্যালোচনায় উক্তরুপ দাবির সত্যতা প্রতীয়মান হয়। তবে বি এস

৩৫৫৯ খতিয়ান প্রদর্শনী ২(গ), বি এস ২৩১ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-২(ঘ) পর্যালোচনায় উক্ত ওয়ারীশগনের নামে প্রচারিত হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়। প্রার্থীপক্ষ দরখাস্তের তফসিল বর্নিত বি এস ৩৫৫৮, ও ১৭০১ নং খতিয়ান অত্র মামলায় দাখিল করেননি।

প্রদর্শনী-৬ গেজেটের ৫১৭ নং ক্রমিকে প্রকাশিত তফসিলে মোট ১.৮৩ একর ভুমি অর্পিত হয় যার মালিক সুকুমার বড়ুয়া মর্মে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু উক্ত তফসিলোক্ত ভুমিতে সুকুমার বড়ুয়ার মালিক হবার সমর্থনে কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র পাওয়া যায়নি। আর এস খতিয়ান সমূহে সুকুমার বড়ুয়া বা তার পূর্বসূরীদের কোন তথ্য নেই। অপরদিকে আর এস খতিয়ানসমূহ ও বি এস ৪০০৩, ৩৬৯৩, ২৫৯৯ ও ৩৯০৬ নং খতিয়ান প্রদর্শনী- **২(ঙ)**, প্রদ-২(জ), ২(ঝ) ও ২(ঞ) অর্থাত হতে দেখা যায়, উক্ত খতিয়ান সমূহে অন্যানোর সাথে মালিক ছিলেন দেবেন্দ্র লাল চৌধুরীর পুত্র সত্যব্রত চৌধুরী গং। সুতরাং গেজেটের ৫১৭ ক্রমিকে তফসিলোক্ত ১.৮৩ একর সম্পত্তি সুকুমার বড়ুয়া এর নামে ভুল ও বে-আইনীভাবে লিপি হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। মূলত সুকুমার চৌধুরী এর স্থলে সত্যব্রত চৌধুরীদের নাম মালিক হিসাবে হওয়া উচিত ছিল। ইহা সম্পূর্ন করণিক ভুল হয়েছে বলে আমি মনে করি। এছাড়া জমির মোট পরিমান ১.৮৩ একর লিপি থাকলেও মূলত সঠিক পরিমান হবে ১.৯১ $\frac{১}{২}$ একর।

ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, গেজেটের ৫৩৪ ক্রমিকের তফসিলোক্ত মোট ভূমি ১.৫৫ একর উল্লেখ থাকলেও বাদীর প্রদত্ত শুদ্ধ তফসিলে মতে দাগান্দরে সম্পত্তি যোগ করলে মোট সম্পত্তির পরিমান দাঁড়ায় ১২৩ $\frac{১}{২}$ শতক। কিন্তু উক্ত তফসিলে আর এস ৩৭৯৬ খতিয়ানের ১০০২ দাগে প্রার্থীপক্ষ ৫৫ শতক ভুল দাবি করলেও তা শুদ্ধ মর্মে আমি বিবেচনা করি। সেহিসাবে মোট সম্পত্তির পরিমান ১.৫৫ একর সঠিক আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে , আর এস ৩৩০৭ খতিয়ান আন্দরে যে ১০ শতক ভুমি অর্পিত দেখানো হয়েছে উক্ত খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তির মালিক উপেন্দ্র গং বা তৎ ওয়ারীশগণ ছিলেন না। দাখিলী বি এস ৩৫৫৯ ও ২৩১ নং খতিয়ানেও তাদের কোন নাম নেই। প্রার্থীপক্ষ বি এস ৩৫৫৮ ও ১৭০১ নং খতিয়ান দাখিলই করেননি। সার্বিক বিবেচনায় উক্ত ১০ শতক ভুমির মালিক উপেন্দ্র গং বা তৎ ওয়ারীশগণ না হওয়ায় উক্ত ১০ শতক ভুমি অবমুক্তির আওতা বহির্ভূত থাকবে। উক্ত প্রেক্ষিতে গেজেটের ৫৩৪ ক্রমিকের তফসিলোক্ত ১.৫৫ একর ভুমির মধ্যে ১.৪৪ একর ভুমি অবমুক্তির উপযুক্ত বলে আমি বিবেচনা করি।

এদিকে ২ নং তফসিলের আর এস ২৫৩৮ নং খতিয়ানের উপেন্দ্র গং দের নাম না থাকলেও তৎ সামিল বি এস ৩৬৯৩ নং খতিয়ানে সত্যব্রত চৌধুরী গংদের নাম পাওয়া গিয়াছে। দাখিলী বি এস খতিয়ানসমূহ পর্যালোচনায় গেজেটের ৫১৭ ক্রমিকে ১.৮৩ একর উল্লেখ থাকলেও দাগের বিপরীতে জমির পরিমান হিসাব করলে তা ১.৯১ $\frac{১}{২}$ একর হয় যা প্রার্থীপক্ষ দাবি করেছেন।

প্রার্থীপক্ষের দাবিমতে দেবেন্দ্র ও সাতকড়ি চৌধুরীর ওয়ারীশগণ অর্থাত সত্যব্রত চৌধুরী গং ও আনন্দ মোহন চৌধুরী গং সকলে ভারতবাসী হলে তাদের সমুদয় সম্পত্তি নিকটবর্তী ওয়ারীশ হিসাবে উপেন্দ্র লাল এর পুত্র তরুন কিরণ চৌধুরী প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলে থাকেন। প্রার্থীপক্ষের দাখিলীয় বি এস খতিয়ানসমূহ পর্যালোচনায় সত্যব্রত চৌধুরী গং বা আনন্দ মোহন চৌধুরী গং ভারতবাসী হয়েছেন এমন কোন তথ্য উল্লেখ নেই। তবে প্রার্থীপক্ষের দাখিলীয় ওয়ারীশসনদপত্র **প্রদর্শনী-৪** হতে প্রতীয়মান হয় যে তারা সকলেই বর্তমানে ভারতবাসী। প্রার্থীপক্ষ দাবি করেছেন যে, ভারতবাসী সত্যব্রত চৌধুরী ও আনন্দ মোহন চৌধুরী গং দের সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত হলে প্রার্থীকের পিতা তরুন কিরণ চৌধুরী ভি.পি কেস নং ২১৭/১৯৮১-৮২ মূলে উক্ত সম্পত্তির ইজারা গ্রহন পূর্বক ভোগদখলে থাকেন। প্রদর্শনী- ০৩ ইজারা চুক্তিপত্র তাহা প্রমাণ করে। ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ২০৩৮/২০১২ তে দাখিলী আদেশনামা প্রদর্শনী-৩ পর্যালোচনায় দেখা যায়, তরুন কিরণ চৌধুরী মরনে তৎ পুত্র উজ্জল চৌধুরী অর্থাত ১ নং প্রার্থীক উক্ত লিজ নবায়ণ করে ভোগদখলে থাকেন। পরবর্তীতে লীজ মানি পরিশোধ করতে না পারায় তাহার উক্ত লিজ বাতিল হয়। এদিকে ২ নং তফসিলোক্ত ১.৯১$\frac{১}{২}$ একর ভুমির ইজারা গ্রহনের সমর্থনে কোন দালিলিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সার্বিক পর্যালোচনায় এরুপ প্রতীয়মান হয়েছে যে সত্যব্রত চৌধুরী গং ও আনন্দ মোহন চৌধুরী গং ভারতবাসী হওয়ার পর প্রার্থীকদের পূর্ববতী তরুন কিরণ চৌধুরী ১ নং তফসিলোক্ত ১.৫৫ একর ভুমি লীজসূত্রে ভোগদখলকার ছিলেন।

যুক্তিতর্ক শুনানিকালে প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে, *নালিশী সম্পত্তিতে প্রার্থীকগন* মৌরশীসূত্রে সহ-শরীক ও নালিশী সম্পত্তির লীজমূলে প্রকৃত দখলে থাকায় প্রার্থীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তি পাওয়ার অধিকারী।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ এর ২(ড) ধারা মতে অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির আদেশ পাওয়ার হকদার মালিক অর্থ-

"যে ব্যক্তির সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত হইয়াছে সেই মূল মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারী,

বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী,

বা **তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের উত্তরাধিকারসূত্রে এমন সহ-অংশীদার** যিনি বা যাহারা ইজারা গ্রহন বা অন্য কোনভাবে সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন----"

অত্র মামলায় দেখা যায় , নালিশী ভি.পি সম্পত্তির মূল মালিক সত্যব্রত চৌধুরী গং ও আনন্দ মোহন চৌধুরী গং ভারতবাসী হলে তাদের বা তাদের ওয়ারীশানদের অনুপস্থিতিতে তাদের কাকাতো ভ্রাতা তরুন কিরণ চৌধুরী বাংলাদেশে বসবাসরত একমাত্র ওয়ারীশ ছিলেন। তাদের ত্যজ্যবিত্ত সম্পত্তি যে তরুন কিরন চৌধুরী প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলকার ছিলেন তা লীজ এগ্রিমেন্ট প্রদর্শনী-৩ দ্বারা প্রমাণিত। উক্ত তরুন কিরণ চৌধুরী প্রার্থীকগণ কে ওয়ারীশ রেখে মৃত্যুবরণ করেন। প্রতীয়মান হয় যে, প্রার্থীকগণের পিতা নালিশী

সম্পত্তির মূল মালিকগনের আপন কাকাতো ভ্রাতা হওয়ায় প্রার্থীকগণ নালিশী সম্পত্তিতে ওয়ারীশসূত্রে সহ-অংশীদার হন। মামলা চলাবস্থায় ১ নং প্রার্থীক উজ্জল চৌধুরী মরনে ১(ক) ও ১(খ) নং প্রার্থীক তৎ স্থলাভিষিক্ত হয়।

সার্বিক বিবেচনায়, প্রার্থীকগণ ১ ও ২ নং তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক সত্যব্রত চৌধুরী গং ও আনন্দ মোহন চৌধুরী গং এর উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার এবং লিজসূত্রে ভোগদখলকার বিধায় ১ নং তফসিলোক্ত ১.৪৪ একর এবং ২ নং তফসিলোক্ত ১.৯১$\frac{১}{২}$ একর সর্বমোট ৩.৩৫$\frac{১}{২}$ একর সম্পত্তি প্রার্থীকগণ বরাবরে অবমুক্ত হতে পারে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

<u>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ২০৩৭/২০১৩)</u>

মোঃ সাহাবুদ্দিন (Pt.W.1) এবং কামরুল ইসলাম (Op.W.1) জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

প্রার্থীকপক্ষের দরখাস্ত পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রার্থীকপক্ষ অর্পিত সম্পত্তির গেজেটের ৫১৭ নং ক্রমিকে অন্তর্ভক্ত তফসিলোক্ত সম্পত্তি মধ্যে ৪২$\frac{১}{২}$ শতক সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনা করেছেন। মোঃ সাহাবুদ্দিন (Pt.W.1) এর জবানবন্দি স্বীকৃতমতে, দেবেন্দ্র লালের ওয়ারীশ ও সত্যব্রত দের ওয়ারীশ ভারতবাসী হয়। শাকিময়ী বড়ূয়া ভি.পি ১৫৪/১৯৭৮-৭৯ মূলে ইজারা গ্রহন করেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী উক্ত সম্পত্তির ইজারা গ্রহন করেন। প্রদর্শনী-২ ও ৩ পর্যালোচনায় উক্ত দাবির সত্যতা প্রতীয়মান হয়। সাক্ষ্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে অত্র মামলার প্রার্থীক নালিশী সম্পত্তির মূল মালিকগনের সাথে ওয়ারীশসূত্রে সম্পর্কিত নয়। প্রার্থীক নালিশী ৪২$\frac{১}{২}$ শতক ভুমি সরকার থেকে ইজারা নিয়ে ভোগদখলে আছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক বিবেচনায় প্রার্থীপক্ষ লীজমূলে নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখলে থাকলেও মূল মালিকের উত্তরাধিকারী না হওয়ায় নালিশী ৪২$\frac{১}{২}$ শতক সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার অধিকারী নন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, অত্র তফসিলোক্ত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইবুন্যাল মামলা নং -৫৫৪৯/২০১২ এর প্রার্থীকগণ বরাবর অবমুক্ত প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

<u>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ২০৩৮/২০১৩)</u>

মোঃ সাহাবুদ্দিন (Pt.W.1) এবং **কামরুল ইসলাম (Op.W.1)** জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

প্রার্থীকপক্ষের দরখাস্ত পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রার্থীকপক্ষ অর্পিত সম্পত্তির গেজেটের ৫৩৪ নং ক্রমিকে অন্তর্ভক্ত তফসিলোক্ত ১.৫৫ একর সম্পত্তি মধ্যে ১.০৫ একর সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনা করেছেন। প্রার্থীপক্ষের দরখাস্ত স্বীকৃত মতে প্রার্থীকগনের আবেদন অনুযায়ী ভি.পি কেস নং ২১৭/৮১-৮২ মূলে বিগত ২৫/০২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ১ নং প্রার্থীকের নামে .৫০ একর এবং ২ নং প্রার্থীকের নামে .৫৫ একর ভূমি সর্বমোট ১.০৫ একর ভূমির বন্দোবস্তো গ্রহন করেন। প্রদর্শনী-৩ হতে এরুপ দাবির সত্যতা প্রতীয়মান হয়। Pt.W.1 তার জবানবন্দিতে নালিশী সম্পত্তি তিনি খরিদ ও লিজসূত্রে মালিক দখলকার দাবি করলেও জেরাতে স্বীকার করেছেন যে নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক সাতককড়ি থেকে তিনি কোন জমি খরিদ করেননি। স্বীকৃতমতে, দেবেন্দ্র লালের ওয়ারীশ ও সত্যব্রত দের ওয়ারীশ ভারতবাসী। প্রদর্শনী-৩ হতে দেখা যায়, নালিশী সম্পত্তি প্রথমে তরুন কিরণ চৌধুরী লীজমূলে ভোগদখলকার হন এবং পরবর্তীতে তৎ পুত্র উজ্জল চৌধুরী লীজ নবায়নসূত্রে ভোগদখলকার থাকেন। পরবর্তীতে দীর্ঘদিন লীজমানি পরিশোধ না করায় উজ্জল চৌধুরীর লিজ বাতিল হয় এবং প্রার্থীকগণ নালিশী খতিয়ান আন্দরে ১.০৫ একর ভূমির ইজারা গ্রহন করেন। সাক্ষ্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, অত্র মামলার প্রার্থীকদ্বয় নালিশী সম্পত্তির মূল মালিকগনের সাথে ওয়ারীশসূত্রে সম্পর্কিত নয়। প্রার্থীকগণ নালিশী (.৫০ + .৫৫) = ১.০৫ একর ভূমি সরকার থেকে ইজারা নিয়ে ভোগদখলে আছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক বিবেচনায় প্রার্থীপক্ষ লীজমূলে নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখলে থাকলেও মূল মালিকের উত্তরাধিকারী না হওয়ায় নালিশী ১.০৫ একর সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার অধিকারী নন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, অত্র তফসিলোক্ত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইবুন্যাল মামলা নং - ৫৫৪৯/২০১২ এর প্রার্থীকগণ বরাবর অবমুক্ত প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সার্বিক বিবেচনায় ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ৫৫৪৯/২০১২ এর বিচার্য বিষয় প্রার্থীকের অনুকূলে আংশিক এবং ২০৩৭/২০১২ ও ২০৩৮/২০১২ নং মামলার বিচার্য বিষয় প্রার্থীপক্ষের প্রতিকূলে নিস্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক আছে।

অতএব,

<u>আদেশ</u>

হয় যে, অত্র ৫৫৪৯/২০১২ নং মামলা ১-4 নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফা সূত্রে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর করা হল।

নালিশী দরখাস্ত বর্নিত ১ নং তফসিলোক্ত ১.৫৫ একর সম্পত্তি মধ্যে ১.৪৪ একর এবং ২ নং তফসিলোক্ত ১.৯১$\frac{১}{২}$ একর সহ সর্বমোট ৩.৩৫$\frac{১}{২}$ একর সম্পত্তি প্রার্থীকগনের বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন,

২০০১ এর বিধান মতে নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে অবমুক্ত করে দেয়ার জন্য ১-৪ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

১-৪ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অত্র আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র আদেশের একটি অনুলিপি ১ নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

এছাড়া, ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ২০৩৭/২০১২ ও ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ২০৩৮/২০১২ দো-তরফাসূত্রে প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

উল্লেখ্য যে, ১ নং তফসিলোক্ত আর এস ৩৩০৭ নং খতিয়ানের আর এস ৯১৮, ৯১৯, ৯২০, ৯২১ দাগ তৎসামিল বি এস ৩৫৫৯ , ৩৫৫৮, ১৭০১, ২৩১ নং খতিয়ানের ১৫৬৪, ১৫৬৬, ১৫৬৭, ১৫৬০, ১১৯৭ দাগের আন্দরে ১০ শতক সম্পত্তি সরকারের মালিকানায় থাকবে এবং সরকার তা আইনানুসারে শাসন-সংরক্ষন বা হস্তান্তর করতে পারবে।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, ও
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল
পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, ও
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল
পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।